প্রথম আলো

তারিখ 5 JUL 2017
পৃষ্ঠা 6 কলাম 2

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে গতকাল বিশেষ সমাবর্তনে আইএইএর মহাপরিচালক ইউকিয়া আমানোকে (ডানে) সম্মানসূচক ডক্টর অব লজ ডিগ্রি প্রদান করেন রাষ্ট্রপতি আবদুল হামিদ (মাঝে)। পাশে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক ● ছবি : পিআইডি

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষ সমাবর্তনে রাষ্ট্রপতি

রূপপুর বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণে আইএইএর সহায়তা কামনা

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক ●

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য রাষ্ট্রপতি মো. আবদুল হামিদ বলেছেন, মানুষের জীবনমান উন্নয়ন ও শিল্পায়নের ক্রমবিকাশের ফলে বিদ্যুৎ-জ্বালানির ব্যবহার ও চাহিদা পাল্লা দিয়ে বাড়ছে। পরমাণু শক্তির শান্তিপূর্ণ ব্যবহার জ্বালানির বর্ধিত চাহিদা মেটাতে ভূমিকা রাখতে পারে।

গতকাল মঙ্গলবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষ সমাবর্তনে রাষ্ট্রপতি এসব কথা বলেন। নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে এই সমাবর্তন অনুষ্ঠিত হয়। এ সময় আন্তর্জাতিক পরমাণু শক্তি সংস্থার (আইএইএ) মহাপরিচালক ইউকিয়া আমানোকে সম্মানসূচক ডক্টর অব লজ ডিগ্রি প্রদান করা হয়।

রাষ্ট্রপতি বলেন, ২০০৯ সালের জানুয়ারিতে দেশে বিদ্যুতের মোট উৎপাদন ক্ষমতা ৪ হাজার ৯৪২ মেগাওয়াট থাকলেও ইতিমধ্যে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৫ হাজার ৩৭৯ মেগাওয়াটে। ২০২১ সালে বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ২৪ হাজার মেগাওয়াট নির্ধারণ করা হয়েছে। জ্বালানির ব্যাপক এ চাহিদা পূরণের জন্য তেল-গ্যাসসহ জ্বালানির উৎসগুলো ক্রমেই সীমিত হয়ে আসছে। বাংলাদেশ বর্ধিত বিদ্যুৎ উৎপাদন নিশ্চিত করতে পরমাণু শক্তিকে কাজে লাগাতে ইতিমধ্যে রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। তিনি এই প্রকল্পের সফল বাস্তবায়নে আন্তর্জাতিক পরমাণু শক্তি সংস্থার সহযোগিতা কামনা করেন।

আন্তর্জাতিক পরমাণু শক্তি সংস্থার মহাপরিচালক ইউকিয়া আমানোকে ডক্টর অব লজ ডিগ্রি প্রদান

সম্মানসূচক ডিগ্রি নেওয়ার পর 'শান্তি ও উন্নয়নে পারমাণবিক শক্তি' শীর্ষক সমাবর্তন বক্তব্য দেন ইউকিয়া আমানো। এ সময় তিনি রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র বাস্তবায়নে সব ধরনের সহযোগিতার আশ্বাস দেন। তিনি বলেন, উন্নয়নশীল দেশগুলো নিজেরাই ঠিক করে, তারা আইএইএ থেকে কোন ধরনের সহযোগিতা চায়। বাংলাদেশ খাদ্য, স্বাস্থ্য ও জ্বালানি শক্তির বিষয়গুলো নির্ধারণ করেছে। সে হিসেবেই রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রে আইএইএ সহযোগিতা করে যাচ্ছে।

ইউকিয়া আমানো বলেন, এ ধরনের বিদ্যুৎকেন্দ্র থেকে খুব কম কার্বন নিঃসরণ হয়, তাই এর দ্বারা বায়ুদূষণের পরিমাণ অনেক কম। তবে এর রক্ষণাবেক্ষণে অনেক বেশি নিরাপত্তার প্রয়োজন হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিউক্লিয়ার ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ ইতিমধ্যেই আইএইএর শিক্ষা নেটওয়ার্কে যুক্ত হয়েছে। এখানকার শিক্ষার্থীরা যেন পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের প্রকল্পে কাজ করতে পারেন, সে জন্য তাঁদের সহযোগিতা করা হবে।

জাপানের কূটনীতিক ইউকিয়া আমানো ২০০৯ সাল থেকে আন্তর্জাতিক পরমাণু সংস্থার মহাপরিচালক হিসেবে কাজ করছেন। পারমাণবিক অস্ত্রের বিস্তার রোধ এবং নিরাপদ ও শান্তিপূর্ণ পরমাণু প্রযুক্তি ব্যবহার নিশ্চিত করতে ১৯৫৭ সালে ভিয়েনাভিত্তিক এই আন্তসরকারি সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক বলেন, পারমাণবিক বোমা ধ্বংস করা এখন বৈশ্বিক চাহিদা। এই শক্তি ভালো-খারাপ দুই ভাবেই ব্যবহার করা যায়। কিন্তু বাংলাদেশ সব সময় পারমাণবিক শক্তিকে ইতিবাচক কাজে ব্যবহারের পক্ষে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার মো. এনামউজ্জামানের সঞ্চালনায় এ সময় সহ-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক নাসরীন আহমাদ, সহ-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক মো. আখতারুজ্জামান উপস্থিত ছিলেন।

অতিথিরা শোভাযাত্রা করে সিনেট ভবনে প্রবেশের পর জাতীয় সংগীতের মাধ্যমে সমাবর্তন অনুষ্ঠান শুরু হয়। পরে ধর্মগ্রন্থগুলো থেকে পাঠ করা হয়। নৃত্যকলা বিভাগের শিক্ষিকা নাচ পরিবেশন করেন। এ সময় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিমন্ত্রী ইয়াফেস ওসমান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট ও সিন্ডিকেট সদস্য, অনুষদগুলোর ডিন, কূটনীতিক ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও কর্মকর্তারা অংশ নেন।